# ছায়া আবছায়া

## ১

চারিদিকে রিট্রেঞ্চমেন্ট—বিজিনেট—ডিপ্রেশন
আমি বেকার
অনেক বছর ধ'রে কোনও আজ নেই
কোথাও কাজ পাবার আশা নেই
একটা পয়সা খুঁজে বার করবার জন্য
আমার সমস্ত শক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে
পৃথিবী যেন বলছে : তোমার এই শক্তি : বরং তা
কবিতা লিখুক গিয়ে
আমি বলি : আমিও কবিতা লিখতেই চাই
কিন্তু পেটে কিছু পাব না কি
যার জোরে আশাপ্রদ কবিতা লিখতে পারা যায়
পৃথিবীর জয়গান ক'রে
কিন্তু তার বদলে পেটে কিছু পেতে চাই
পেটে কিছু পেতে চাই।

## ২

দু' হাত লম্বা অবিনাশ দত্তকে রোজ
অফিশে যেতে দেখি
চুল পেকে যাচ্ছে

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

চিন্তায় ব্যস্ততায় কপাল কালো
জিনের কোট খদ্দরের ধুতি কেমন বেখাপ্পা
চারিদিকে উচ্ছন্ন উচ্ছিষ্ট জীবনের ইসারা
এমন চমৎকার দু’ হাত, চেহারা
এমন দোহারা উঁচু লোক
এমন অবাধ্য অতৃপ্ত চোখ
কেমন ক’রে যে একটা চামড়ার কোম্পানীর
কেরানীর ডেস্কে মানায় !

অবিনাশ দত্ত তার প্রকাণ্ড লোমশ হাতে একটা
মদের বোতল ধরে
একটা বিরাট জাহাজের ডেকের ওপর সমুদ্রের
তালে তালে নাচবে না কি ?

চারিদিকে অগাধ নীল আকাশ

বাতাস হু-হু ক’রে ছুটছে
হাজার হাজার উত্তাল বেলুনের মত !

## ৩

এ এক পুরোনো বাড়ি
এ এক ভূতের বাড়ি, আহা
তিন শো বছর আগে এখানে থেকেছি যেন
মানুষ গিয়েছে ভুলে তাহা
এ শুধু পুরোনো বাড়ি, আহা

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

জ্যোৎস্না জামের বনে
জ্যোৎস্না খড়ের চালে আজ
পুরোনো বাড়ির ঝাঁপি জানালা দাওয়ায় এই
এখনও আছে কী কারুকাজ
জ্যোৎস্না রয়েছে তবু আজ

এখনও কী যেন আছে
এখনও কী যেন আছে বাকী
হুতোম প্যাঁচার মত জ্যোৎস্না এসেছে চুপে
লেবুও ফলেছে একাকী
এখনও কী যেন আছে বাকী !

## ৪

আমি যতই নতুন কবিতা আবিষ্কার করি না কেন
তোমরা এসে বলবে : ও যুগ গিয়েছে, ও এক হাল ছিল
ও-সবের ঢের ঢের হয়েছে
আমাদের কল্পনা জাল ছিঁড়ে বাঁচল
আমাদের কলম
মায়ার পাহাড়মুখো ময়নাদের মত
নীল আকাশ বিঁধে : চলছে।

## ৫

এই দুপুরের বেলা
আকাশ যখন নীল সমুদ্রের মত
দরজা জানালা পর্দাগুলো যখন সহসা
বাতাসে বেলুনের মত কেঁপে ওঠে

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

আকাশের দিকে উড়ে যেতে চাচ্ছে

কলকাতার এই মস্ত বড় বাড়িটাকে
একটা জাহাজের মত মনে হচ্ছে
না জানি কোন বন্দর ছেড়ে চ'লে গেছি
কোন অগাধ মাঝসাগরের ভেতর
এই চৈত্রের দুপুরবেলা
আকাশ যখন নীল সমুদ্রের মত

## ৬

এই মাঠে ক্ষেতে
বৈশাখের দুপুর
হৃদয়কে কোন দূর সমুদ্রের শব্দ শোনায় ;—
কোথায় নিয়ে যায় !
আকাশের বিস্মিত চিলগুলো
না জানি কোন বিপদসঙ্কুল শাদা ফেনার চলকানির ভিতর
অদ্ভুত সমুদ্রে
কাকে দেখতে পেয়েছে !
আমিও দেখেছি !
আমরা আর ফিরে যাব না
সাগরের পথে ধূসর ভূত হয়ে থাকব
লক্ষ লক্ষ বছর।

## ৭

যখন ট্রামের ঘণ্টা শুনেছে সকলে
ট্র্যাক্সি লরির শব্দ সব

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

তখন বেগুনি-নীল
আকাশে ডাকে যে-চিল
করেছি অনুভব
ভুলে গেছি সব।

হঠাৎ দেখেছি কোন নদী
শিশির হিজল-শাখা তারা
যখন মুছেছি চোখ— দেখি
সে নদী শিশির হিজল তারা শাখা
ট্রামের স্টিলের লাইনে ঢাকা।

## ৮

যখন ছিলাম ছোট
তখন ছিলাম শিশু ঢের
তবুও তখন থেকে
কী যেন পেয়েছি আমি টের

হঠাৎ গিয়েছে ভেঙে ঘোর
বেতের শব্দ শুনে, আহা
টেবিলে টিচার তবুও
বোঝে নি বোঝে নি কিছু, আহা

ছেলেরাও বোঝে নি ক' কিছু
গিয়েছে খেলার মাঠে চলে
আমার হৃদয় ধ'রে শুধু
কে যেন কোথায় গেছে চ'লে

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

যেখানে নদীর জল
গোলাপী—ধূসর যেন—চুপ
সেখানে মানুষ নাই—তাই
লুকায়ে রয়েছে সব রূপ

তখন ছিলাম ছোট
তখন ছিলাম শিশু ঢের
তবুও তখন থেকে
এ সব পেয়েছি আমি টের

হঠাৎ গিয়েছে ভেঙে ঘোর
বেতের শব্দ শুনে, আহা
টেবিলে টিচার তবুও
বোঝে নি বোঝে নি কিছু, আহা

## ৯

সেই মেয়েটি এর থেকে নিকটতর হ'ল না :
কেবল সে দূরের থেকে আমার দিকে এক বার তাকাল
আমি বুঝলাম
চকিত হয়ে মাথা নোয়াল সে
কিন্তু তবুও তার তাকাবার প্রয়োজন সপ্রতিভ হয়ে
সাত দিন আট দিন ন' দিন দশ দিন
সপ্রতিভ হয়ে—সপ্রতিভ হয়ে
সমস্ত চোখ দিয়ে আমাকে নির্দিষ্ট ক'রে
অপেক্ষা ক'রে—অপেক্ষা ক'রে—

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

সেই মেয়েটি এর থেকে নিকটতর হল না
কারণ আমাদের জীবন পাখিদের মত নয়
যদি হই
সেই মাঘের নীল আকাশে
(আমি তাকে নিয়ে) এক বার ধবলাটের সমুদ্রের দিকে চলতাম
গাঙ্‌শালিখের মত আমরা দু'টিতে

আমি কোনও এক পাখির জীবনের জন্য অপেক্ষা করছি
তুমি কোনও এক পাখির জীবনের জন্য অপেক্ষা করছ
হয়তো হাজার হাজার বছর পরে
মাঘের নীল আকাশে
সমুদ্রের দিকে যখন আমরা উড়ে যাব
আমাদের মনে হবে
হাজার হাজার বছর আগে আমরা এমন
উড়ে যেতে চেয়েছিলাম।

## ১০

হরিদাস ঘোষ পোস্ট-অফিশের কেরানী
বল্লে আমাকে এসে : মেসের চারতলার চিলেকোঠায় বসে :
ভাবছিলাম আমাদের মত হাতে-পায়ে জড়ানো বিপন্ন লোকদের
মরাই ভালো
মরাই দরকার
এমন সময় হঠাৎ শাঁখ বেজে উঠল চারদিকে
দালানের ভিতসুদ্ধ কেঁপে উঠছে
...ভূমিকম্প
নেহাৎ কম ভূমিকম্প নয়

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

প্রাণ শুকিয়ে গিয়েছিল—মেসের ফোঁপরা দালানটা
হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়লে কী করতাম !
মৃত্যুকে ভালো লাগে বটে
কিন্তু নক্ষত্রের তলে—শান্ত রাতে
যখন মরবার কোনও সম্ভাবনা নেই
যখন জীবনকে ভালোবাসা উচিত
কিন্তু আমরা হাঁসফাসের ভিতর—গুমোটের মধ্যে
মারীমড়ক যুদ্ধের হাহাকারের ভিতর
জীবনকে ভালোবাসি

নিতান্ত মাংসকে ভালোবাসি আমরা
জীবনকে নিতান্ত মাংস মনে করি।

## ১১

কলকাতার ময়দানে
বৈশাখের রাতে—বিশাল নক্ষত্রের রাতে
বিস্তৃত বাতাসে
দু' জন লোক চার হাজার ছাপ্পান্ন টাকার কথা বলছিল
পরের দল সাড়ে-ছ' হাজার সাড়ে-ছ' হাজার করছিল
সাড়ে-ছ' হাজার (কী ?) নক্ষত্র ? অরব রাত ? চুমো ? সমুদ্রের ঢেউ ?
সাড়ে-ছ' হাজার টাকা
তার পরের লোকটি চার টাকা পাঁচ আনার হিসেব দিয়ে চলেছে
পরের লোকটি রুপেয়ার কথা বলছে
আমিও ভাবছিলাম একটা ঘষা সিকি দিয়ে
কে আমাকে ঠকাল
এই সিকিটি দিয়ে কী হবে

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

বৈশাখের বিশাল নক্ষত্রের রাতে
বিস্তৃত বাতাসে।

## ১২

রোমান্স ম'রে গেছে
রোমান্সকে মারা খুব শক্ত কাজ—
কী ক'রে তা শেষ হ'ল ?
রোমান্স করতে গিয়েই তা শেষ হয়েছে
আমিও যেন সেন্ট পলের মত
দামাস্কাসের পথে চলেছিলাম
কোনও এক সাধ নিয়ে
ইশা যেমন পলকে বলেছিল
তোমাকে আমি আমার কাজের জন্য মনোনীত করেছি
রোমান্সহীন জীবন তেম্নি আমাকে বরেছে :
তোমাকে আমি আমার কাজের জন্য মনোনীত করেছি।

সেন্ট পল (খ্রি. ৫-৬৭)। টারসাসের সল নামেও খ্যাত। ঈশ্বরের বাণী প্রচার করবার জন্য যিশু যে বারোজন শিষ্যকে মনোনীত করেছিলেন, তাঁদের একজন সেন্ট পল, অ-ইহুদি। শুরুতে ছিলেন খ্রিষ্টবিরোধী, কিন্তু খ্রিষ্ট ধর্ম-নিধনের সদুদ্দেশ্য নিয়ে দামাস্কাসে যাওয়ার পথে তাঁর দিব্যদর্শন হয় : দৈবী আলোকের ঝলকের মধ্যে দিব্যভাষণ শোনেন তিনি : 'কেন তুমি আমাকে শাস্তি দেবে ?' তিনি খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেন তখন ; সল হয়ে গেলেন পল ; আদি খ্রিষ্টধর্মপ্রচারকদের মধ্যে সর্বোত্তম : নিকট-প্রাচ্যে গেলেন, গ্রীসে গেলেন, ধর্মান্তরিত করলেন অনেকানেক স্থানীয়দের, চার্চের পর চার্চ গড়ে তুললেন, মথি-কথিত সুসমাচার প্রচার করে বেড়ালেন। দাঙ্গা বাঁধিয়ে তুলেছিলেন প্রায় জেরুজালেমে, দু' বছর জেল খাটলেন সেখানে, তার পরে রোমে আরও দু' বছর। শহিদ হলেন পিটারের সঙ্গে একসাথে, নিরো-র লোকজন যখন তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দিলেন শিরশ্ছেদন করে।

ঈশা : যিশুখ্রিষ্ট

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

## ১৩

এইখানে ঢের মরা বন ছিল এক দিন।
সূতার আঁশের মত পৃথিবীর তলে
সেই সব চলে গেছে ;
কয়েকটা গাছ তবু মুখ দেখে অইখানে হাঙরের জলে
যখন পেঁচার পাখা করাতের মত
হাঙরের জল চিরে চলে যায়
তখন তাদের দেখি আমি
কখনও জলের শব্দে দিনের বাতাসে
তবু রোজ এক বার বুঝে লই
হাঙরের পারে আজ নাই আর যারা
কোথাও—কোথাও তারা বেঁচে আছে।

## ১৪

প্রান্তরের পথে ঠুঁটো তাল গাছ
—মরা নদীটির বাঁক—আর হাঁসশিকারীর গুলির আঘাত
লোনা মৃত কুকুরের শব ঘিরে এক রাশ শকুনের ভিড়
এই সব দেখি আমি—কথা ভাবি—ব্যথা পাই—চুপে অকস্মাৎ
দেখা যায় : সন্ধ্যার শালিখ তার খুঁজিতেছে নীড়
পাটনির নৌকায় এক দল চ'লে যায়—এখন বাড়িছে কি-না রাত
পাটনি চলিয়া যায়—আমি দেখা চাই প্রেতিনীর।

## ১৫

শীতল মুচি
তাকে আমি ধরলাম
মাথায় টাক প'ড়ে গেছে

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

খাঁদা নাক
চোখ ঘোলাটে হয়ে আসছে
সাইলেনাসের মত।
পৃথিবীর রস সে চায় :
মদ—মেয়েমানুষ—বাঁশি—গ্রামোফোনের গান—রেডিও।
ফুটপাতে ব'সে যখন সে জুতো সেলাই করে
চর্বি ঘাঁটে
কেউ তা বোঝে না

আমার জুতো রি-সোল ক'রে সে ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল
আমি তাকে ধরলাম
তার কথা শুনি
তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি
দেখি...সাইলেনাস

কলকাতার মাঠে ঘাটে এরা অগণন
এই সাইলেনাসের দল
(যদিও জীবনে এরা এক ফোঁটা মদ পায় নি
না পেয়েছে মেয়েমানুষ)
শুধু তার খাঁদা নাক পেয়েছে এরা
আর ঘোলাটে চোখ
আর মাথার টাক
আর পৃথিবীর রস চেখে দেখবার স্পৃহা
বার্থকন্ট্রোল বা স্টেরিলিজেশনের বজ্রাঘাতে
এদের জন্ম যারা নাকচ করতে চায়
তারা কী নীরস !
কেমন অর্থহীন জিওমেট্রির মত !

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

ভগবান তবু জিওমেট্রি নয়
পোলিটিক্যাল ইকনমিস্ট নয়
প্রফেসর নয়
দেবতা রসের
শীতল মুচির দেবতা সে।

## শীতল মুচি

সাইলেনাস : গ্রিক পুরাণে স্যাটুরয়-রা (Satyrs) ডায়োনুসাস (Dionysus)-এর সহচর, অরণ্যানী ও পর্বতমালার দৈব তারা ; বিশেষ ভাবে তারা প্রজননের প্রতিভাটা সঙ্গে জড়িত। কিম্ভূতকিমাকার চেহারা তাদের ; চেহারার বেশির-ভাগটা তাদের মানুষের মতো, অধিকন্তু তাদের কাছে জন্তুজানোয়ারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—ঘোড়ার লেজ, ছাগলের পা—এ রকম। তাদের কামনাবাসনাটা খুব তীব্র, প্রবল তাদের ফুর্তি করার বাতিক। সাইলেনাস এ রকম একজন স্যাটুরয়। একাধিক সাইলেনাসের কথা কবিরা বলেছেন অবশ্য ; তাদের চেহারা ও চরিত্রের ঘরানা প্রায় সবারই এক রকম, একজন মাতাল ও বৃদ্ধ স্যাটুরয়। এদের কখনো-কখনো ডায়োনুসাসের শিক্ষক বলা হয়েছে, বলা হয়েছে সঙ্গীতের ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের লোক। ঝর্নার জলের সঙ্গে মদ মিশিয়ে খাইয়ে রাজা মিডাস একজন সাইলেনাসকে ধরে ফেলেছিলেন ; সাইলেনাস তাঁকে এই জ্ঞানটা দান করেছিলেন যে, না জন্মানোর চেয়ে সুখের জিনিস আর নেই ; আর যদি জন্মে থেকেই থাকো, তাহলে যত তাড়াতাড়ি পারো, মরে যাও।

## ১৬

প্রেসিডেন্সি কলেজ আমাকে ডাকল
সন্ধ্যার অন্ধকারে
তার উঁচু উঁচু গাছের ইসারা নিয়ে
কয়েকটা চির চাকির মত গাছগুলোর মাথায় ঘুরছে
নেমে পড়ছে তারা
অনেক পাখি ডালপালার ভিজে নরম হৃদয়ে স্থান পেল
কলেজ আমাকে তেমনি ক'রে বুকে নিতে চায় যেন
তার শরীরের ঘ্রাণ অন্ধকারকে ভ'রে রেখেছে

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

এই অন্ধকারে একটু স্থির হয়ে থাকি
তার সন্তানেরা তার থেকে ঢের দূরে
ঢের ঢের দূরে
আমিও তার এক সন্তান : ঢের পুরোনো...ঢের প্রতারিত
এক দিন সে আমাকে ছেড়ে দিয়েছে—সে কত বছর আগে ?
তার পর অনেক দেবতার পেছনে আমি ঘুরেছি—অনেক পথে
—অনেক বিশ্বাসে
আজ আমি ব্যস্ত নই
চমৎকার ক্লান্তি ও সরলতা নেই আর
অস্থির জীবনের আহ্বানের থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে এনেছি আমি
অন্ধকারের ভিতর নিঃশব্দ এই ধূসর দেয়ালগুলোর মত
আমারও জীবন বিমর্ষ—একাকী—স্থগিত—
আমারও জীবন অসম্বৃত—অগোচর—শীতাক্ত
এই ধূসর দেয়ালগুলোর মত
এই নিঃশব্দ দেয়ালগুলোর মত
আমার এই কলেজের
এই কলেজ : তার শরীরের ঘ্রাণ অন্ধকারকে ভ'রে রেখেছে
(এই অন্ধকারে একটু স্থির হয়ে থাকি)

প্রেসিডেন্সি কলেজ

## ১৭

এমনি তো দেখা যেত : এ বিবর্ণ আরশির মর্মস্পর্শে দাঁড়ায়ে গোপনে
হয়তো বাঁধিছে বেণী, খোঁপার ভিতরে দিন গুণিতেছে ধীরে,
হয়তো মাখিছে ক্রিম—জাপানি ফেরির কেনা—
সেই সব দরিদ্র অঘ্রাণ

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

সজীব মৃত্তিকাগন্ধ হয়ে আজ মুকুলিছে সুদূর শিশিরে

কিন্তু এই আরশিতে স্বাদ পায় এক ফুটো বায়ুপায়ী মাকড়ের জাল :
একটি মাকড় শুধু ম'রে মমি হয়ে গিয়ে তবুও মরিছে চিরকাল।

## ১৮

ধীরে ধীরে—ক্রমে—তবু ঢের বেশি ক্লোরোফর্ম দাও তারে
অকস্মাৎ আবিষ্কার হয় যেন সমুদ্রের পারে অন্ধকারে
টাহিটি মেয়ের মত ;—তবুও বৃহৎ সূর্য চিনাদের লণ্ঠনের মত
কমলারঙের স্বাদে নিভিতেছে ঢেউয়ের ভিতরে
পৃথিবীর শেষ কালো গম্বুজের চিকীর্ষারে পিছে ফেলে
তোমারে বাতাস টেনে নিয়ে যাবে ধীরে ধীরে
(তৃতীয়ার প্যারাফিন-চাঁদটিরে জ্বেলে)
মৃতদার সারসের লঘু এক পালকের মত

তা না হলে, হে যুবক, এই বয়স্কার প্রেমে
তুমি হবে কী ক'রে বিরত।

## ১৯

এখন অনেক রাতে বিছানা পেয়েছ
নরম আঁধার ঘর
শান্তি নিস্তব্ধতা
এখন ভেবো না কোনও কথা
এখন শুনো না কোনোও স্বর
রক্তাক্ত হৃদয় মুছে

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

ঘুমের ভিতর
রজনীগন্ধার মত মুদে থাক।

## ২০

চারিদিকে ন্যুব্জ সব অক্ষর ছবি
(মাঝে মাঝে দু' চারটে ইন্দ্রপতন
জীবদের স্মরণ করায়ে দেয়
কেউ কেউ করেছিল অস্পষ্ট অব্যয়ে আরোহণ)
তা ছাড়া ভূমার কোনও প্রতিভাস নাই
নরকেরও নাই কোনও স্পষ্ট প্রদর্শনী
কারণ, এখনও সব বিপর্যয়ে
রাত্রিচর বিড়ালের চক্ষুর মণি

শুভ লাঞ্ছনের মত মনস্বীর টেবিলের পাশে
বিচারকদের ধুম্র পরচুল ঘিরে
অথবা ফুটন্ত জলে যে সব ডিমের মৃত্যু
সেই সব চেতনার তীরে।

## ২১

"তুমি
কোনও এক মৃত মুখ দেখেছ কি
কোথাও নদীর ধারে পাড়াগাঁয়
পউষের চাঁদ ?"

"আমি ?
এখন ধানের ক্ষেত মৃত
মড়ার মুখের 'পরে কাপড়ের মত

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

এ কুয়াশা
এখন পাখির গান মরে গেছে
ডিম নাই
বীজ নাই
প্রেম নাই
আশা নাই কিছু
পউষের নিস্তব্ধ আকাশ
ভালোবাসি তবু
তুমি আছ বলে।”

## ২২

মাছির মতন
করি গুঞ্জরণ ;
পৃথিবীর সব মধুবিন্দু ফুরুলে
(মৌমাছিদের মত পোড়ো ভিটের সর্ষে ফুলে ফুলে)
আজও গাই গান ;
তোমার সন্ধান
তবু নেই—নেই—

গান নাই—থেমে থেমে কার্পেট বুনি ;
সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনি ;
তোমারই পায়ের শব্দ—জানি আমি—তবু—
এ গান শুনতে তুমি আসবে না কোনও দিন ;
আসবে না কাছে ;
সেই প্রেম,—বাসনা, প্রেমের শিশু—আজ মরে গেছে।
আসবে না তুমি।
চেরাপুঞ্জীর মেঘ জড়ো ক’রে একটি অপার মরুভূমি

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

সৃষ্টি করতে গিয়ে সময় ব্যর্থ হয়ে মানুষের হৃদয়ের কাছে
দেখেছে সে মরুভূমি আর সেই মেঘ পাশাপাশি শুয়ে আছে।

## ২৩

আমি
অনেক বিয়োগ মৃত্যু বুঝিয়াছি—বেদনা গভীর
অনেক জেনেছি আমি—তবু স্তব্ধ স্থির
র'য়ে গেছি
শুধু—
অন্ধকারে শেষ রাতে এক দিন ঘুম ভেঙে যায়
সারা রাত পাশাপাশি শুয়েছিল কে যেন বিছানায়
সারা রাত পাশাপাশি একটি বছর ধ'রে, হায়
তবু তার মুখ আমি দেখি নাই—চাই নাই
আমি ভালোবাসি নাই তারে
হিম—কষ্ট—অন্ধকারে তার উষ্ণতারে।

কোথায় যে চ'লে গেল ? আমারই বিধবা যেন—সুন্দর একাকী
ভালোবেসেছিল যারে—সে যে ছায়া—সে যে মৃত—মৃত, মৃত না-কি !
সংসর্গ তাহারে খোঁজে—ভালোবাসা খুঁজে যায়—তারপর কুড়ানির মত
গরিব বিধবা মোর, হে বছর, শুধু পাতা শুধু খড়ে তৃপ্তি পেয়েছ ত ?

## ২৪

যেখানে মৃতরা সব বৈতরণী পার হ'ল, আহা,
তার পর অন্ধকারে ডুবে গেল সব
যেখানে ফড়িং এক গিয়েছিল পথ খুঁজে
ডানা দিয়ে করেছিল মৃদু কলরব

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

কেন যে, তা ফড়িঙই তা জানে
সোনালি বিকাল মেঘ ঘাস নদী জানে শুধু তাহা
আমিও জানিব শুধু যেই দিন চ'লে যাব
যেখানে মৃতরা সব বৈতরণী পার হ'ল, আহা !

## ২৫

অন্ধকারে অবিরল এই ট্রেন চলে
হাজার হাজার মাইল পথ শেষ হ'লে
মা যে কত দূরে রবে—রবে কত পিছে
মা যে এই শীত রাতে—আকাশের নিচে
একখানা লাঠি ভর দিয়ে শুধু হাঁটে
এত নদী ঝোপ বন অন্ধকারে যান
কোথায় মা রবে তুমি
        চাই যদি আবার তোমারে
তোমারে খুঁজিতে হবে—এই ঝোপ—মাঠ—অন্ধকারে।

## ২৬

এক দিন রেশমের ফিতা দিয়ে আমার যে চিঠিখানা রেখেছিলে বেঁধে
আমারই বুকের সাথে যেন আছে ; তুমিও মসলিন যেন পশমের তুমি
আমার সে চিঠিগুলো—গুলি খাওয়া পায়রার পালকের মত যেন কাঁদে

তোমার বেগুনি-নীল জানালায়, এই ক্লান্ত জীবনের শেষ মরুভূমি
ফুরায়েছে এই বুঝে স্থির হ'ল ; তুমি ছিলে রূপ শান্তি ক্ষমা প্রেম সব ;
অনেক লিখেছি তাই—হৃদয়ের ভাষা ছিল সে-দিন শিশুর ঝুমঝুমি ;

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

তুমিও তো শিশু ছিলে—আমার চিঠির সেই শালিখ-শ্যামার কলরব—
তাই ভালোবেসেছি যে—জ্ঞান তবু বেড়ে ওঠে—রেশমের ফিতা খুলে তাই
গালে হাত দিয়ে তুমি ব্যথা নয় মৃত্যু নয়—জীবন করেছ অনুভব ;
নতুন জীবন, আহা ; পুরোনো চিঠির ফাইল তাই পুড়ে হয়ে গেছে ছাই।

## ২৭

প্রাইভেট টিউটর একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে গিয়ে বসেছে
পাশে ছেলেটি
ছেলেটিকে ছ' বছর পড়িয়েছে সে
কাল ছেলেটির 'এগজামিন'
তার পর ইউনিভার্সিটির থেকে বেরিয়ে যাবে সে
আর ফিরবে না
একেবারে জীবনের ভিতর ভিড়ে যাবে এই যুবক
যে জীবনের জন্য লালসা মাস্টারের মনে জেগে উঠতে পারে
কিন্তু সে জীবনের ভিতর মাস্টারের কোনও প্রবেশ নেই
চার মাস পরে—ছ' মাস পরে—এই কোঠায় এই সেক্রেটারিয়েট টেবিল থাকবে
চেয়ার—সোফা—আলমারি—ছবিগুলো থেকে যাবে
জানালার পাশ দিয়ে কামিনীর ডালপালা তখনও এম্নি নড়তে থাকবে
সোনালি চিলটা এম্নি চুপে চুপে আকাশ থেকে নেমে
চেৎলার দিকে বেহালার দিকে উড়ে যাবে
সন্ধ্যায়
কিন্তু তবু এ-সবের আস্বাদ বদলে যাবে
যদিও এ সোনালি চিল কিছু নয়
এমন সন্ধ্যা কিছু নয়
কামিনী গাছটা টিম্বার হবারও উপযুক্ত নয়
এই ছেলেটি
প্র্যাকটিক্যাল

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

অনেক দিনের সুবিধাবোধের রক্ত এর শরীরে
না জানি ছ' মাস পরে—দু' বছর পরে
এই নিরিবিলি ধূসর কামরাটিকে—বাহিরটাকে—আকাশটাকে
কেমন ওক প্যানেল ও জিল্যান্ডার পালিশে ভদ্রসদ্র ক'রে তুলবে সে
সবার হয়ে ভাবছে মাস্টার
কামিনী গাছটা ভাবছে

## ২৮

স্টিমারের তৃতীয় ক্লাশ ডেক থেকে এই সব বোঝা যায় :
জীবনের বিমর্ষতা "আজও তুমি তৃতীয় ক্লাশ ?"
সিন্ধুর তিমিরের মত জাহাজের প্রাণ
পদ্মার উপরে ;—যেন দূর-তিমির আহ্বান
শুনেছে সে ; —আমিও শুনেছি যেন—আর কেউ শোনে নি কি ?
কম্বলের গভীর আরাম—ঘুম—অন্ধকার চারিদিকে
শুধু এক পাখি
কেঁদে ওঠে ; বাটলার গলা ছিঁড়ে ফেলেছে তাহার
তার পর শুধু হিম—শুধু ঘুম—শুধু অন্ধকার
অন্ধকার বাটলার—আর তার পাখি
জাহাজ তিমির মত—আমিও আমার মত না-কি ?
যেন : তিমি—অন্ধকার—বাটলার—কিম্বা তার পাখি !

থার্ড ক্লাশ ডেকে

## ২৯

ছোট পাখি, পৃথিবীতে আছ তুমি এই ভেবে এক দিন আমি
তোমার এ জানালায় দেখা দেব—হয়তো বনের জ্যোৎস্না এসে
শালের নরম শাখা মনে করে তোমার শরীরে গিয়ে মেশে

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

তখনও সবুজ ভূমি—মখমল—বৈতরণী নদী থেকে আমি
তবুও ব্যথার গন্ধ আনি নাই ; বেদনার চেয়ে ঢের দামি
ভালোবাসা ; তা-ই নয় ? এক দিন পৃথিবীতে এসে ভালোবেসে
সে-সব জেনেছি আমি—আমিও জ্যোৎস্নার মত মৃদু ঢেউয়ে ভেসে
যেন এক নক্ষত্রের স্বর্গ থেকে আসিব ঘুঘুর মত নামি

তোমার এ জানালায় ; সে দিন মরণ যাবে মন থেকে মুছে
যেন কেউ মরে না ক'—হাতে হাত ধ'রে আছি—যেন ভালোবাসা
জ্যোৎস্না আর নক্ষত্রের থেকে এই শান্তি পায়—শান্তি, স্বপ্ন, আশা
আমরা বেদনা শুধু বার করি, মাটির ভিতর থেকে খুঁচে
কেন খুঁড়ি ? খুঁচি, আহা ? যখন শিরিষ শাল জ্যোৎস্না আর তুমি
বলিতেছ, শান্তি আছে—স্বপ্ন আছে—কেন দেখি মৃত্যু মরুভূমি !

## ৩০

হাড়ের চিরুনি দিয়ে তোমার মাথার থেকে খুলে
সব চুল টেনে দিও হৃদয়ের 'পরে
ডেকে নিও সব ঘুম চোখের ভিতরে
শিয়রে—পায়ের থেকে কাঠি রেখো তুলে

মোমের মতন ফেনা গলিতেছে তখন সাগরে
বালির মতন খ'সে সবুজ জলের তলে খুঁজে
তোমারে দেখিব আমি আছ চোখ বুজে
তখন সাতটি তারা আকাশের 'পরে।

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

## ৩১

কখনও আলোর থেকে—বেশি আমি বিকালের অন্ধকার থেকে
যে সব ‘ড্রিমে’রে ডেকে করিয়াছি খেলা
আমার হৃদয় থেকে ম’রে যায় তারা এই বেলা
চিকন চুলের মাথা আমার বুকের ’পরে রেখে
আলো—অন্ধকার—আর চাই না ক’ আছে
বাদুড়ের মত ডানা উড়ে যাক ডানার পিছনে
বনের ভিতর থেকে অন্য এক বনে
তাহাদের স্বপনের অবসর আছে

## ৩২

অনেক ঘুমের মাঝে যখন শরীর ছেড়ে হৃদয় চলিয়া যায় ভেসে
বসন্তের পরিচ্ছন্ন রাতে এক সমুদ্রের ধারের বিদেশে
আমি স্বপ্ন দেখিলাম সুস্থ এক মানুষের মত,—
কে যেন যেতেছে মরে—হৃদয়, কোথায় তারে দেখেছ বল ত’ !
বুকের উপরে ভিজে কাপড়ের মত তার মুখখানা—শাদা—
সিন্ধুর ফেনার থেকে কারা তারে করেছে আলাদা।
সমুদ্রের ‘গাল’ তবু তাহার মাথার চারি পাশে
ভেসে চলিতেছে যেন সাগরের মতন বাতাসে।
তবুও মরার মুখে যেন ঢের মাছির মতন
কাদের হাতের কাদা নষ্ট ক’রে দিল তার স্তন
মাটির ভিতরে কারা রেখে গেল তারে
শাদা গোলাপের গন্ধ ভাসিতেছে যেখানে আঁধারে
একখানা চেনা মুখ নাই তার শরীরের পাশে
কেউ নাই—মোমের মতন শাদা শরীরের রোম ভালোবাসে

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

যেইখানে স্বপ্ন তবু নক্ষত্রের মত মনে হয়
সেইখানে কারে ম'রে যেতে তুমি দেখেছ, হৃদয় !

## ৩৩

সে এক সন্তান লয়ে কোথায় বহিয়া গেছ তুমি আজ, মাতা
সন্তান আমার নয়, তবু তুমি এক দিকে নিয়ে আছ তারে
আমারও তাহার কথা মনে পড়ে এক বার—তুমি জান না তা
যখনই তোমার কথা ভাবি আমি নক্ষত্রের নিয়মে আঁধারে
কোঁকড়া নরম চুল মনে পড়ে তোমার সে চুলের মতন
তাহার মায়ের মাই ঠোঁটে নিয়ে চোখে ঘুম জ'মে ওঠে তার
চিতার ছানার মত হঠাৎ চাঁদের তরে কাঁদে তার মন
তোমার মায়ের গলা ভ'রে ওঠে আদরের সোহাগে আবার

এই সব জানি আমি : অন্ধকারে এই বসন্তের রাতে
এই সব ভাবি আমি ;—যেমন ভেবেছি আমি শীতের বাতাসে
হেমন্তের সন্ধ্যায় ;—অথবা যখন আমি গিয়েছি ঘুমাতে
অথবা আবার জেগে যখন এ জীবনের সব মনে আসে।

## ৩৪

জমি উপড়ায়ে ফেলে অন্ধকারে চ'লে গেছে চাষা
ঘাসের মাটির গন্ধ চারিদিকে—বীজের আঘ্রাণ
আমাদের হৃদয়ে আজ অঙ্কুরের জেগেছে পিপাসা
এই সুস্থ মাঠে শুয়ে হব আমি হেমন্তের ধান
এক দিন

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

আমি সব ছেড়ে দিয়ে এই স্তব্ধ জঙ্গলের পাশে
হাড়ের মতন শাদা চাঁদের মুখের দিকে চেয়ে
দুলে দুলে স্বপ্ন শুধু দেখে যাব শীতের বাতাসে
এই সুস্থ মাঠে এসে ধানের মতন প্রাণ পেয়ে
এক দিন

শরীর উঠিবে ভ'রে এই মেঠো ইঁদুরের ঘ্রাণে
পেঁচার পাখার গন্ধে—পালকের—রোমের বাতাসে
আমি আর যাব না ক' কোনও এলডোরেডোর পানে
হেমন্তের ধান হয়ে রব স্তব্ধ জঙ্গলের পাশে
এক দিন

এলডোরেডো : আক্ষরিক অর্থে, স্প্যানিশ আমেরিকার এক কিংবদন্তীর রাজ্য বা নগর, সোনাদানা হিরেজহরতে বোঝাই ; গল্পটা ষোড়শ শতকের অভিযাত্রীদের এই স্বপ্নের দেশের সন্ধানে টেনে নিয়েছিল। শব্দটার অর্থ স্পেনীয় ভাষায় 'সোনায় মোড়া (কোনো জিনিস)' আর এখন কথার লবজে শব্দটার মানে দাঁড়িয়ে গেছে 'সবপেয়েছির দেশ', সব বাস্তব সার্থকতার দেশ।

## ৩৫

এক দিন ঘুম ভেঙে গিয়েছিল—চাঁদে
কারা যেন ভিড় ক'রে কাঁদে
চাঁদ থেকে চাঁদে
বুনো হাঁস নয়
কেন কাঁদে ?
কেন এই ভয় ?
শরবন অন্ধকার ঘাসের পিছনে
হাত—নখ—স্টিল—শান্ত, স্থির
কোনও হাঁস দেখে নি ক' তাহা

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

তবুও হয়েছে অধীর
গুলি তারা দেখে না ক’
প্রাণ তারা বোঝে না ক’
তবু চমকায়
কী দেখিছে, হায়
দেখে শুধু প্রাণ চ’লে যায়
প্রাণ চ’লে যায় !

## ৩৬

ভালোবাসা এক দিন আসে শুধু—মাঠের বিবর্ণ মৃদু খড়
এক দিন ভালো লাগে—তখন জীবন কারু সমারোহ নয়
তখন মৃত্যুর কথা আগুনের পাশে ব’সে ভাবি পরস্পর
নতুন মৃত্যুর রূপ—উজ্জ্বলতা—অন্ধকার—ক্লেশ—গ্লানি—ভয়—
আজ তা নতুন মৃত্যু নয়।

যেই ধান ছিঁড়ে যায় আজ রাতে—ডানা ভাঙে যে ফড়িং—পাখি
তাহারা নিকটতর ; পৃথিবীর বিধবারা ব্যথা পেয়ে এদের কুড়ায়
ভালোবাসে—গল্প বলে
আবার নতুন নীড়ে—পৃথিবীর জননীরা নতুন জোনাকি
কৌটোয় ভ’রে রেখে খেলা করে, (হায়,) যায়—ভুলে যায় !

## ৩৭

আজ এই অন্ধকারে কোন কথা ভাবিতেছে পৃথিবীর সকল নেশন
কোন ব্যথা তাহাদের ? ব্যথা না কি ? অপচয় জীবনেরে অসম্ভ্রম না কি ?
জীবনের অসম্ভ্রম ;—জীবন কী ? অন্ধকার মাঠে এসে জেনেছে তা মন

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

আমাদের মাঠে এই ; এইখানে ডিম পাড়ে নীড় বাঁদে তাই যে জোনাকি
এখানে রয়েছে শান্তি জেনেছে সে ; মানুষের ঢের আগে কীট পাখি ঘাস
জানে তাহা ; নদীর এ পাড়ে এই উঁচু উঁচু শালের ভিতর থেকে পাখি
অনেক নীরব পাখি জেগে আছে—এই শান্ত রাত্রি ভ'রে দেখিতেছে নক্ষত্র আকাশ
হেলিওট্রোপের মত পৃথিবী ছড়ায়ে আছে মৃদু হয়ে—এই ছবি ঘ্রাণ
ইহারে জীবন বলে, জানিতেছি ; মানুষের মতলব—রক্ত—সর্বনাশ
তবু কেন জীবনেরে মোচড়ায় ? নিজে মরে—কেন মারে নেশনের প্রাণ
পৃথিবী কি শান্ত নয় ? মানুষের ব্যতিরেকে রয় না কি নরম সুন্দর
নরম গভীর, আহা, রয় তারা,—রয় তারা ; স্নিগ্ধ হয় চোখ চুল কান

আমার আঙুল রোম— এ জীবন ; জ্ঞান নয়, জ্ঞান নয়—করেছি যে ভর
শান্তির উপরে আমি ;—রেখেছি আমার মাথা ঘাস ছায়া শিশিরের 'পর।

হেলিওট্রোপ : দক্ষিণ আমেরিকার হেলিয়োট্রোপিয়াম জাতের এক রকম গুল্ম, যা, প্রকার ভেদে, সূর্যের দিকে বা সূর্যের বিপরীতে মুখ ফিরিয়ে বেড়ে উঠতে ভালোবাসে ; ছোটো ছোটো সুগন্ধি ও নীলাভ-লালচে রঙের অজস্র ফুল ফোটায়। সেই থেকে হেলিয়োট্রোপ রংটা হয়েছে হাল্কা বা মাঝারি বা উজ্জ্বল বেগুনি থেকে মাঝারি বা গাঢ় লালচে-নীল যে কোনও রং।

## ৩৮

১.
এইখানে
চারিদিক থেকে
সমুদ্র আসছে
কোথায় যে এই সমুদ্র সব ছিল !
তারা সব মাঝসমুদ্রে ছিল
পৃথিবীর আর কোথাও তাদের পাওয়া যাবে না।

২.

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

এইখানে অসংখ্য সমুদ্র সিংহের মত কেশর তুলে
বাতাসে বাতাসে হাউ-হাউ ক'রে ঘুরছে ;
প্রাণ কেঁপে ওঠে ;
কোন গোপন গুহার থেকে হুঙ্কার তুলে বেরিয়ে আসছে তারা
এই সিংহীদের সুন্দর ভীষণ মুখ
এই দুপুরের রোদে
কী বিজন !
তাদের হুঙ্কার
কী নিস্তব্ধ !

৩.
এই অজস্র সমুদ্র
এক জন একাকী মানুষ শুধু
তুমি।

৪.
জীবন এখানে গভীর বিপদে ভরা
যে-দিন হঠাৎ জানালায় তোমাকে দেখেছিলাম
প্রথম
বিপদের থেকে বিপদের পথে এক মুহূর্তে
মাঝসমুদ্রের ভিতরে চ'লে এসেছিলাম না কি !

৫.
সেই থেকে মধ্যসমুদ্রের বিস্ময় আমাকে পেয়ে বসেছে
দূর থেকে দূরে—আরও দূরে
কোনও মাঝসাগরে
হে আমার হৃদয় !

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

৬.
যেখানে অসংখ্য সমুদ্র সিংহের মত কেশর তুলে
বাতাসে বাতাসে হাউ-হাউ ক'রে ঘুরছে ;
প্রাণ কেঁপে ওঠে ;
কোন গোপন গুহার থেকে হুঙ্কার তুলে বেরিয়ে এসেছে তারা
এই সিংহীদের সুন্দর ভীষণ মুখ
এই দুপুরের রোদে
কী বিজন !
তাদের হুঙ্কার
কী নিস্তব্ধ !

## ৩৯

এই এক পৃথিবী
যেখানে লোক ঘুরে ফিরে টাকার কথা বলে
আবার সেই পেটের ব্যবস্থার কথা
এক-এক জন লোককে দামি মনে হয়
সে খুব বেশি ইনকম-ট্যাক্স দিতে পারছে ব'লে
সে খুব ডাল, মাংস, মশলা, মদ, দুধ বা মধু
তার টেবিলে ছড়িয়ে রাখতে পারে ব'লে
এই সব শক্তিকে আমরা স্বীকার করি
মেয়েমানুষরাও এই সব পুরুষের জীবনের ব্যবস্থাকে ভালোবাসে
এবং তাদের দিয়ে সন্তান সৃষ্টি করে
তা না হলে
পৃথিবী এত দিনে ভ্যাগাবন্ডে ভ'রে যেত
মানুষের পোশাক পরিচ্ছদ হ্যাট কোট মোটর ডিনার ও প্রাসাদের উপকরণ
এইগুলোই শুধু
মেয়েমানুষের হৃদয়ে প্রেমেরও সঞ্চার করে

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

তার শরীরকে সৃষ্টির পাত্র ক'রে তোলে
তার সন্তানেরা ঘুরে ফিরে সেই টাকার কথা বলে তাই
চাকরির কথা, মাইনের কথা, ইনক্রিমেন্ট, রয়্যালটি, কমিশন ও ইন্টারেস্টের কথা
চাল ডাল দুধ বাড়িভাড়ার কথা
একটা টাকাও বেশি পেয়ে খানিকটা খাঁটি আনন্দের কথা
একটা টাকাও কম পেয়ে খানিকটা খাঁটি বিষণ্ণতার কথা
এই সব আন্তরিকতা নিয়ে
এই পৃথিবী
*Bonafide*

## ৪০

নিরাশ হোয়ো না
জীবন তোমার সিদ্ধআর্থের মত হ'ল না
কিম্বা সলোমনের মত হ'ল না
কিম্বা ওমরের মত হ'ল না
এই ভেবে হতাশ হবার মত কিছু নেই
আমি জানি
আজকের ভোরের এই রোদ—সবুজ ঘাস—শিশির
সিদ্ধার্থের মোক্ষের চেয়ে যশের চেয়ে আমার কাছে ঢের দামি।

সলোমনের হারেম এখন মৃত
কিন্তু তুমি উনিশ শো উনত্রিশের মেয়েমানুষ বেঁচে রয়েছ
আরও অনেক দিন থাকবে
অনেক বিস্ময়ের রোমহর্ষ জাগিয়ে
ওমরের কবিতা আজ ডি-লুক্স এডিশনের জাদুঘরের ভিতর চলে গেছে
ওমরের হাড় জিওলজির স্তরের ভিতর

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

কিন্তু আমার কবিতা এখনও
পাবলিশারের স্পেকুলেশনের জিনিস মাত্র নয়
আমার হৃদয়ের নিত্যনতুন চমক—আবেগ—আবিষ্কার
আমি বেঁচে রয়েছি
তুমি বেঁচে রয়েছ
জিওলজি আমাদের ঢের পিছে
আমার কবিতার ডি-লুক্স এডিশন যখন বেরুবে
তখন আমার হাড় জিওলজির প্রয়োজনীয় স্তরের ভিতর চ'লে গেছে
আমি সিদ্ধার্থের মত হয়ে গেছি
সলোমনের মত হয়ে গেছি
ওমরের মত হয়ে গেছি
এই সব নাম শুধু ;—নাম—নাম—নাম
আজকের ভোরের একটা চড়ুইয়ের কাছেও তার
ঘাস রোদ শিশিরের দাম
কি এ-সবের চেয়ে বেশি না ?
চড়ুই প্রতি মুহূর্তেই রোদের থেকে রোদে লাফাচ্ছে
পচা হাড় প'চে যাচ্ছে শুধু !

সলোমন : শব্দটার হিব্রু অর্থ শান্তির মানুষ। হিব্রুদের রাজা (খ্রি. পূ. ৯৭২-৩২)। পিতা ডেভিড। তাঁর রাজত্বের ভালো দিকগুলো : ব্যবসাবাণিজ্যের রমরমা, শান্তি, স্থাপত্যশিল্পের প্রভূত উন্নতি (যথা, জেরুজালেমের মন্দির) ; খারাপ দিকগুলো : দারুণ খরচাপাতি করে জাঁকজমকের বাতিক, প্রজাদের ঘাড় ভেঙে কর আদায়, উপজাতীয়দের বিদ্রোহ। বাইবেলের অনেকগুলি বইয়ের জনক বলা হয় তাঁকে : সলোমনের গীত, পুরোহিতদর্পণ, নীতিবাক্য, জ্ঞানী উপদেশাবলি, ইত্যাদি। সলোমনের ভক্তিগীতি বলে চালু যেসব গান, সেগুলিকে অবশ্য ভেজাল বলেছেন কেউ কেউ। কিংবদন্তী বলে, খুবই জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি ছিলেন তিনি, বিয়েও করেছিলেন অনেকগুলি, হারেম বানিয়ে ফেলেছিলেন একটা।

ওমর : ওমর খয়্যাম (খ্রি. ১০৫০-১১২৩)। পারস্যদেশীয় কবি এবং গাণিতিক। ইসলামীয় দিনপঞ্জী বানিয়ে তুলতে তাঁর জ্যোতির্বিদ্যা খুব কাজে লেগেছিল, ঠিক কথা ; কিন্তু তাঁর রুবাই তাঁকে বিখ্যাত করে রেখেছে, এবং তার জন্যই তাঁকে আমরা মনে রাখি প্রধানত। তাঁর পাঁচ শো-র বেশি চৌপদী বা রুবাই ঈশ্বরে অবিশ্বাস, বেদনাবিধুরতা ও সুরা-সাকি-সঙ্গীতের জন্য কামনা-বাসনা-লিপ্সায় এমন শারীরিকতাময় হয়ে আছে যে, তাঁর উচ্চমার্গের জ্ঞানগম্যির কথাটা আর আমাদের মনে পড়ে না সচরাচর।

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

## ৪১

দুপুর গড়িয়ে গেল—ফাল্গুনের অপরাহ্ণ বেলা
এল ক্রমে—মাঠ বেয়ে বহু দূর গেলাম একেলা ;
তার পর যেখানে মাঠের পাশে নিস্তব্ধ বিজন
মানুষ ঘুমিয়ে আছে কয়েকটি—চারিদিকে জাম বাঁশ বন
সে শ্মশানে দেখলাম কিছু ক্ষণ রৌদ্রের খেলা।

কোথাও পাখিও নেই—প্রাণীও নেই—কোথাও কিছুই নেই—নেই ;
তেরো শো আঠারো সালে অঘ্রানে—দুপুর-রাতে সেই
তোমাকে এখানে রেখে গেছলুম ;—তুমি
আজও এ মাটির পটভূমি।
তোমার শাশ্বত ধর্ম এই !
(শাশ্বত মানবীধর্ম এই !)

## ৪২

এখানে মানুষগুলো কথা আর বলে না ক’ ; কোনও দিন বলবে না কথা ;
সারা দিন জল শুধু ছলছল ক’রে চলে—শ্মশানের কাঠনীরবতা
জাম কাঁঠালের হাওয়া শালিক শুকনি কাক ভেঙে ফেলে এক-এক বার ;
ঘুমন্তেরা কী যেন বলতে চায়—বলি বলি বলি ক’রে বলে না ক’ আর ;
বাচাল মালতী ছিল, কথকঠাকুরও ছিল—আরও ঢের সনির্বন্ধতা
(মানুষের কথা ভুলে সারা দিন যেন মহাসাগরের কথা।)
এখানে ঘুমিয়ে আজ—সারা দিন যেন মহাসাগরের কথা।

## ৪৩

‘ঘুমিয়ে রয়েছ তুমি ? চেয়ে দেখ এক বার—বেশি ক্ষণ নয়—
কয়েক মুহূর্ত শুধু তোমার সময়

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

নিতে চাই ;
সমাধির নীচে তুমি শুয়ে আছ—তোমাকে জানাই ;
যত দিন পৃথিবীতে ছিলে তুমি—উপেক্ষা করেছি আমি—দিয়েছি আঘাত ;
জানাতে এসেছি সেই ভুল আজ ;—' অন্তহীন ভূমিকার রাত
পৃথিবীর মানুষের রাত্রি তবু ; আমরণ ভালোবেসে তারে
ভারে কেটে গেছি আমি—মেয়েটি কেটেছে ক্ষুরধারে ;
আলো ভালো জেনে তবু নিস্তব্ধ শাশ্বত অন্ধকারে।

## ৪৪

এখন গাছের পাতা যেতেছে হলুদ হ'য়ে—এখন মাঠের পাতা হ'য়ে যায় বাদামি-খায়েরি ;
এখন ধানের রং হ'য়ে যায় গেরুয়ার মত ;
ঐ যে মাঠের কাছে
কারা সব পড়ে আছে
সময় তাদের কাছে এক দিন ছিল অনুগত।

আজকের কথা নয়—ত্রিশ বছর কেটে গেছে এই পৃথিবীর পথে—
অপরূপ মেয়েটিকে মনে হ'ত যেন সখা সুবলের মত,
দাণ্ডাগুলি কপাটির মোহে মুগ্ধ ছিলাম—সৌন্দর্যে প্রেমে নয় ;
তবু সে ছায়ার মত ফিরত আমার সাথে—এখনও ছায়ারই পরিচয় :
আজীবন ভুলে গিয়ে নিজের ছায়ার কথা ক্বচিৎ মনে হয়।

## ৪৫

খড়কুটো উড়ে যায় বিকেলের চকিত বাতাসে,
ধীরে ধীরে রোদ নিভে আসে ;

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

পাড়াগাঁর বালি ধুলো উড়ে যায় গোরুর গাড়ির পথে—চাকার আঘাতে ;
কার কী-বা এসে যায় তাতে।

এক জন চুপ ক'রে শুয়ে আছে দশ হাত দূরে ঐ মাটির ভেতর ;
এখনও জ্বলছে ছাই শরীরের 'পর ;
আর এক জন সেই ভোর থেকে আমগাছে ঝুলছেই—বিকেলের গরম বাতাসে ;
ছায়া তার দোল খায় ঘাসে।
ছ' সাত বছর আগে এক দিন তবু এরা আকাঙ্ক্ষায় বেঁধেছিল ঘর ;
করেছিল পৃথিবীর নিরন্তরতায় নির্ভর।

## ৪৬

তোমাকে দিয়েছি ব্যথা এক দিন,—
সে-দিন বুঝি নি আমি—আজ তবু বুঝি ;
তোমার এ শ্মশানের অজস্র অদ্ভুত মঠ খুঁজে
এখানে এসেছি আমি,—
অন্ধ শূন্যের থেকে এক দিন তোমার গালের কালো তিল
জন্মে আজ অনন্ত অন্ধ শূন্যে কী গভীর নির্ভরশীল !

## ৪৭

বিকেল নেভার আগে আজ মনে হয় :
প্রেম কত স্বাভাবিক, তবুও বিচ্ছেদে ক্ষয় করলাম তোমার হৃদয় ;
আমি তা বুঝি নি আগে—তবু আজ আমি
বুঝেছি সমস্ত কিছু তোমার এ সমাধির পাশে চুপে থেমে।

সমাধির নীচে শুয়ে তুমি
মানুষকে হতবাক ক'রে দিয়ে মুখপাত্রীর পটভূমি

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

অনন্ত—অনন্ত কাল,—যদিও কোথাও আলো পাখি নেই, একটিও পাতা
গায় না ক’—নড়ে না ক’ সমাধির নীচে মহানায়িকার মাথা।

## ৪৮

‘মৃত্যুর নদীর পারে চ’লে গেছ তুমি কবে—কোনও কথা জেনে যাও নি ক’,
শীত হয়ে গেছে কবে তোমার চিতার লাল ছাই।
কত দিন পরে আজ বৈশাখের ধুলো ঘাসে বিকেলে হৃদয়
শান্তির সমীপবর্তী হতেছে ক্রমেই—মনে হয়।
তোমাকে দিয়েছি আমি ব্যথা তিলে তিলে ;
তুমিও যে ব্যথা দিয়েছিলে
না জেনে এগিয়ে গেছ আজ তুমি—হয়তো জানলে
সমাধির নীচে ঘুম ভাঙবে তোমার।’
ব’লে অবিকার মনে বুঝলাম নারীও অবিকার।

## ৪৯

দরজায় কে দিল আঘাত :
তাই কি ভেঙেছে ঘুম ?—কোথাও তো কেউ নেই
নেমে গিয়ে উঠানের সমস্ত পউষ রাত
এলাম অনেক ক্ষণ ঘুরে ;
কেউ নেই,—
একটি রাতের প্রজাপতি শুধু পাক খেয়ে দরজায় পড়ে ভেঙেচুরে ;
তবু সে পতঙ্গ নয়—সে যেন এসেছে ফিরে এক দিন যে চ’লে গেছিল ঢের দূরে ;
ভাবতে না ভাবতেই প্রান্তরের অন্ধকারে আবার কোথায় পোকা চ’লে গেল উড়ে।

## ৫০

আকাশে নক্ষত্র আছে—ঢের আছে—তবু দূর প্রান্তরের পারে
ঐ কুঁড়েঘরে
যেই বাতি জ্বলে

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

সমস্ত নক্ষত্র মুছে ফেলে দিয়ে সে-ই যেন একা কথা বলে
বিনাশের বুদ্ধি চারিদিকে
যে রকম অবিনাশ—তেমনি আশার মত রয়েছে সে টিকে।

## ৫১

এখানে ঘাসের ’পরে শুয়ে আছি—বিস্তীর্ণ প্রান্তর, যেন নেই পারাপার ;
আকাশের মত এই বিস্তীর্ণতার
বুকে শুয়ে মনে হয় : জীবনের স্রোত
আমারও হৃদয় থেকে কোনও দিন মুছবে না আর,—
যদিও ক্লান্তি আসে—যদিও মৃত্যুর অন্ধকার
ঘিরে ফেলে এক দিন ; যেই শূন্য নিরীশ্বর থেকে চ’লে আসে
এ সবুজ ঘাসগুলো বারবার পৃথিবীর ঘাসে
সে প্রান্তর, তোমাকে আমাকে ভালোবাসে।

## ৫২

এইখানে প্রান্তরের পরে বসে আছি ;
চেয়ে আছি রাত্রির পানে—ঐ নক্ষত্রের পানে ;
স্টিমারের সার্চ-লাইট আলো ফেলে পথের সন্ধানে
চ’লে যায় আরও দূর পথে।
আমারও হৃদয়ে আজ অন্বেষণ জেগে ওঠে—
যেন কোন ব্যাপৃত জগতে
দক্ষিণ সমুদ্র থেকে ব্যথা বুকে ক’রে ফিরে এসে
বাংলার জাম ঝাউ হিজলের বনে উঁচু গাছে
লুপ্ত কোরালকে খুঁজে কোরাল-পাখিনী আজও আছে।

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

## ৫৩

এইখানে মাঝরাতে সাগরের পারে
আমার হৃদয় যেন সব চেয়ে শেষ দ্বীপ স্পর্শ করে গিয়ে ;
পেছনের চেনা চিহ্ন মূল্যের দরকার গিয়েছে ফুরিয়ে।
সমস্ত সাগর যেন শাদা এক পাখির মতন
ঘরে ফিরে ঘুমুচ্ছে ;—আর-এক সমুদ্র তবু মানুষের মন
কপাট খোলার শব্দ (সে সিন্ধুর) শোনা যায় দূর থেকে দূরে।

## ৫৪

শীতের বিকেল বেলা এইখানে কোনও শব্দ নেই।
সব সুর গিয়েছে ফুরিয়ে
এইখানে সমুদ্রের তীরে
আমার হৃদয় যেন সব চেয়ে দূর দ্বীপ স্পর্শ করে গিয়ে।

মনে হয়, কারা যেন কপাট খুলছে দূরে—আরও ঢের দূরে
যত দূরে যাও
আরও দূরে যেতে হবে—ধূসর কপাট সেই সব
আরও দূরে লুকোবে কোথাও।

## ৫৫

সমুদ্রের পারে বসে বিকেল বেলায়
সে এক মুহূর্ত আসে—সব শব্দ হ'য়ে যায় গভীর নীরব ;
কপাট খুলছে কারা আকাশ-রেখার পারে যেন ;
সেই সব কপাটের নির্জনতা কখনও করে না অনুভব

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

সমুদ্রকে ;—খুলে যায়—খুলে গিয়ে তারা
চোখের পাতার মত চুপে রুদ্ধ হয়।
তারপর পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখি
বিকল ঘড়ির মত ঘুরছে সময়।

## ৫৬

সমুদ্রের পারে এই—
মনে হল সব চেয়ে দূর দ্বীপ ; যেন আসন্নতা
গ্রীস ট্রয় রোম কাঞ্চী কুরুবর্ষ কোনও দিন বানায় নি যাকে
সেই এক প্রাসাদের সনাতন ব্যথা

আকাশরেখার পারে ফিকে নীল হ'য়ে
দেখা দেয় যেন ;
অবন্তী বিদিশা চীন বেবিলন মিশর কখনও
এ প্রাসাদ ভাঙে নাই কেন।

## ৫৭

তখন বিকেল গাঢ় হয় ;
নিঃশব্দ অগ্নির মত তখন আকাশ যেন নীল পিলসুজে।
আলো কেউ পায় নি কখনও সূর্যের আলো খুঁজে ;
(মনে হয়)—জন্ম যেন কখনও নেয় নি অন্ধকার ;
সে এক মৃতার সাথে মুখোমুখি বসেছে হৃদয়।

সেই নারী কলকাতা দার্জিলিং লক্ষ্ণৌ নৈনির ?
নদীর পারের ঘাসে ব'সে আছে স্থির ;

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

সেই নদী পৃথিবীর পথে আর নেই ;
আমি তবু তার তীরে গিয়ে দাঁড়াতেই
বিনুনির গন্ধ এল জ্যোৎস্না চৌধুরানীর।

## ৫৮

এখন গভীর রাতে আঁধারে বৃষ্টির গান শুনি।
এই ম্লান পৃথিবীতে এক দিন তুমিও তো ছিলে।
টেবিলে অনেক বই—বইয়ের পাহাড় মনে হবে।
এখন মোমের বাতি আস্তে জ্বাললে
ঘাস ধুলো বৃষ্টি আর কাঁঠালিচাঁপার টুনটুনি
আর হোয়েল্ডারলিন হাতে দেখব কি ব'সে আছ তুমি !

হোয়েল্ডারলিন : ফ্রীডরিশ হোয়েল্ডারলিন (খ্রি. ১৭৭০-১৮৪৩)। জার্মান কবি। ধর্মতত্ত্বটা পড়েছিলেন মন দিয়ে, কিন্তু যাজক হতে যাননি। ফ্রাঙ্কফুর্টে মাস্টারি করতে করতে নিয়োগকর্তা-মশাইয়ের ধর্মপত্নী সুসেট গনটার্ড-এর সঙ্গে পারস্পরিক প্রেমে পড়ে যান ; (সুসেট তাঁর কাব্যের দিয়োতিমা নাম্নী নারী) ; সুসেট গনটার্ড-এর পতিদেবতা দ্বারা ন্যায্য কারণে বিতাড়িত হন ; প্রথমে সুইজারল্যান্ড ও পরে বোর্দো-তে গিয়ে চাকরিতে লাগেন আবার। শরীরে-মনে অসুস্থ হয়ে পড়েন, খ্রি. ১৮০২-তে দেশে ফিরে আসেন ; বছর চারেকের মধ্যে উন্মাদ হয়ে যান পুরোপুরি, মৃত্যু পর্যন্ত সেই উন্মত্ততা আর কাটেনি।

জার্মান রোমান্টিক কাব্যের পুরোভাগে থেকেছেন কবিজীবনের শুরু থেকেই ; এক দিকে প্রাচীন গ্রিসের সার্থকতা-সফলতার দিকে আমর্ম ঝুঁকে থেকেছেন, আবার অন্য দিকে গ্যেটে-র 'ভের্থের' তাঁকে ঝুঁটি ধরে নাড়িয়েছে। লিখেছেন ধ্রুপদী শৈলীতে ও ছন্দে, আবার লিখেছেন মুক্ত ছন্দেও। ঈশ্বর ও প্রকৃতিকে এক ঠাঁই করে দেখেছেন ; অতীতের গ্রিস যে আর ফিরে আসবে না ভেবে মর্মাহত হয়েছেন ; মৃত্যুর অন্ধকার ও মানবজীবনের চিরন্তন হতাশা ও বেদনা-বোধের ছায়ায় নিজের কবিতাকে আলিপ্ত দেখতে ভালোবেসেছেন।

## ৫৯

এই নিম্ন পৃথিবীতে এক দিন তুমিও তো ছিলে।
টেবিলে এখনও বই—অনেক অপূর্ব চিন্তা—কথা।
আঁধারে মোমের বাতি এখন জ্বালালে

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

রাশি-রাশি চুলের কলঙ্কে যেন কার
দেখা যাবে হাড়ের চিরুনি
টানছে ব্যাকুল ভাবে—তেরো শো তিরিশে
যেমন টানত এক নিবিড় রমণী !

## ৬০

সে কোন মহিলাদের দেখি স্বপ্নে—চারিদিকে অন্ধকার ঘর ;
রুপালি গরিমা কাঁপে জ্বলে যেন হিরে তরকার—ঘুমের ভিতর ;
যত দূর চোখ যায় যেন কার মুখের ছবির মত—নদী ;
যেন কার মুখের ছায়ার মত স্তব্ধ অরণ্যেরা ;
রাত যেন লেবুর ফুলের মত নক্ষত্রের গন্ধ দিয়ে ঘেরা ;
শান্ত সব ; তবুও শান্তির কথা যেন অবান্তর :
কবেকার জীবনের এই সব লীন প্রতিচ্ছবির ভেতর।

## ৬১

বাইরের ডাকে আমি আজ আর কিছুতেই দেব না ক' ধরা ;
  র'য়ে যাব ঘরের ভিতরে।
এই ঘরে কারা আছে ?—কেউ আজ নেই ;
অনেক গভীর রাতে চাঁদ এলে বিছানার 'পরে
মনে হয় প'ড়ে গেছি জ্যোৎস্নার খপ্পরে।

এ বিছানা কথা কয়—সে যেন বাতাস, কৃষ্ণচূড়া ;
লক্ষ্মীপেঁচা, আমমুকুলের গন্ধ, ভাঁড়ের রগড়
জাগিয়ে উন্মুখ নিবিড় ক'রে রেখেছে এ ঘর।

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।

কোথায় বাঘের চোখে পিঙ্গল-লোহিত
কঠিনতা খেলা করে ; মানুষ কোথায় হিতাহিত
ভুলে মানবত্বের মানে ফুরিয়ে ফেলছে অন্ধকারে ;
—এই দূর পৃথিবীর সে-সব হতাশা
এইখানে ডুবে যায় ; জ্যোৎস্নার আলোয়
কৃষ্ণচূড়ার ছায়া বিছানায় নড়েচড়ে ;—
যেন শাদা কালো সাগরের ওপারের ভাষা
এ পারকে জানিয়ে যাচ্ছে সেই মৃত মেয়েটির ভালোবাসা।

কপিরাইট © ২০১০ আনন্দ চলন্তিকা লিমিটেড। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া এ প্রকাশনার কোন অংশ কপি করা নিষেধ।